দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 DEC 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

025

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

# বুয়েটে অচলাবস্থা শিক্ষক ও ছাত্রদের বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি

॥ রেজাউল ওয়াদুদ ॥

বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্পর্কিত ছাত্র-শিক্ষক বিরোধের কারণে দীর্ঘ দিন যাবত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## বুয়েট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকার পর গত ২৬ নভেম্বর খোলা হয়। এর পর মাত্র এক মাস যেতে না যেতেই বিরোধ জমে উঠে বর্তমানে বুয়েটে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকগণ অভিযোগ করছেন ছাত্রদের বিরুদ্ধে আর ছাত্ররা বলেছে তাদের আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত— দাবী দাওয়া যৌক্তিক। এ নিয়ে গত কয়েক দিন যাবত বুয়েট ক্যাম্পাসে অপ্রীতিকর ঘটনা, ক্লাস বাতিল, ভাঙচুর ও মিছিল-মিটিং হচ্ছে।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রউফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানেও শিক্ষার পদ্ধতি কারিকুলাম, পরীক্ষার নিয়ম কানুন ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত নিয়মানুগ পরিষদসমূহ দ্বারাই প্রস্তুত হয়ে থাকে। শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্রদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া অশ্রুতপূর্ব। তবুও কিছুসংখ্যক ছাত্র ক্লাস টেস্ট প্রথা বাতিলের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। ফলে, কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। এতে ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন গ্রুপ ভিসি'র বাসভবনে ভাঙচুর করে এবং কয়েকজন শিক্ষকের সাথে অশালীন আচরণ করে। গত ২৬ নভেম্বর বুয়েট খুলে দেয়া হলে কতিপয় ছাত্রের প্ররোচনায় ছাত্ররা ক্লাসে যোগদান থেকে বিরত থাকে এবং সন্ত্রাসমূলক তৎপরতার দিকে অগ্রসর হয়। ২৩ ডিসেম্বর রাতে কিছু ছাত্র শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা আক্রমণ করে প্রবেশদ্বারে বেরিকেড সৃষ্টি করে। তারা শিক্ষকদের বাসভবনে ইট-পাটকেল নিক্ষেপসহ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ২৪ ডিসেম্বর বুয়েট সংলগ্ন রাস্তায় গাড়ীসমূহের ক্ষতিসাধন করে। এসব ঘটনা শিক্ষকদের পরিবারবর্গের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছে।

এদিকে বুয়েটের ৮টি ছাত্র সংগঠন গতকাল এক যুক্তবিবৃতিতে বলেছে, বুয়েটের ছাত্র সমাজ ৩ মাস যাবত ২ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২১ ডিসেম্বর একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং এ দাবী দাওয়া সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়াই ভেঙ্গে যায়। ফলে, ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা বুয়েটের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করবে। বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনের জন্য যে মুহূর্তে আমরা শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের হস্তক্ষেপ কামনা করছি, ঠিক সে মুহূর্তে বুয়েট শিক্ষক সমিতি বুয়েটের সমস্ত ছাত্র সমাজের আন্দোলনকে গুটিকয়েক ছাত্রের আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করে এবং যৌক্তিক সমাধানের দিক নির্দেশ না করে ছাত্র সমাজকে শাস্তির হুমকি দিয়ে বর্তমান অচলাবস্থাকেই আরো ঘনীভূত করছেন।